বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং- ৯ জে,

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ২৭ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ অধস্তন আদালতে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের আত্মসমর্পণ সম্পর্কিত প্র্যাকটিস নির্দেশনা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের জ্যেষ্ঠ বিচারপতিগণের সাথে আলোচনাক্রমে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি এবং শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব কঠোরভাবে অনুসরণ করে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগন অধস্তন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারবেন। এতদ্‌বিষয়ে অধস্তন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট এজলাস কক্ষে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনসহ শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় নিশ্চিতের প্রয়োজনীয় কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

১। বিজ্ঞ বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট আত্মসমর্পণ আবেদন দাখিল এবং শুনানির কার্যক্রমের সময়সূচি এমনভাবে নির্ধারণ ও সমন্বয় করবেন যাতে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে আদালত প্রাঙ্গণে এবং ভবনে কোনরূপ ঝুঁকিপূর্ণ জনসমাগম না ঘটে। আদালত প্রাঙ্গন এবং এজলাস কক্ষে প্রত্যেককে কমপক্ষে ৬ (ছয়) ফুট শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল প্রকার জনসমাগম পরিহার করতে হবে।

২। আদালত প্রাঙ্গন এবং আদালত ভবনে জনসমাগম এড়াতে বিজ্ঞ বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আত্মসমর্পণ দরখাস্ত শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। এ সংক্রান্তে একটি তালিকা সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট আদালত এবং আইনজীবী সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩। একটি মামলায় একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সর্বোচ্চ ২ (দুই) জন বিজ্ঞ আইনজীবী শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজলাস কক্ষে একত্রে ৬ (ছয়) জনের অধিক লোকের সমাগম করা যাবে না। তবে একই মামলায় একাধিক আত্মসমর্পণকারী অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকলে এজলাস কক্ষের ডকে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন অভিযুক্ত ব্যক্তি অবস্থান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিজ্ঞ বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট উক্তরূপ মামলা একাধিক ভাগে/সেশনে শুনানি করতে পারবেন এবং সম্পূর্ণ শুনানি সম্পন্ন করে আইনানুগ আদেশ প্রদান করবেন। মামলা শুনানীর সময়ে এজলাস কক্ষের বাইরে আদালতের বারান্দায় বা করিডোরে জনসমাগম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪। আত্মসমর্পণ দরখাস্ত শুনানির সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগন এবং তার পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যতিত অন্য কোনও বিজ্ঞ আইনজীবী এজলাস কক্ষে অবস্থান করবেন না। বিজ্ঞ বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট একটি মামলা শুনানি সম্পন্ন করার পর বিজ্ঞ আইনজীবী এবং আত্মসমর্পণকারী অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগন এজলাস কক্ষ ত্যাগ করার পর দুই মিনিট বিরতি দিয়ে পরবর্তী মামলা শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন।

৫। এজলাস কক্ষে সার্বক্ষণিক সকলের মুখাবরণ (Face mask) পরিহিত অবস্থায় থাকা একান্ত অপরিহার্য। আদালতে প্রবেশের সময় সকল ব্যক্তির শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এজলাস কক্ষে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনসহ শারীরিক দূরত্ব কঠোরভাবে বজায় রাখা নিশ্চিত করণার্থে তাৎক্ষণিক উদ্ভূত যেকোন পরিস্থিতি বিবেচনায় বিজ্ঞ বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনবোধে আত্মসমর্পণ দরখাস্ত শুনানি করা হতে বিরত থাকা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৬।এই নির্দেশনা ইতোপূর্বে জারিকৃত বিগত ০৪ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ০৭ জে বিজ্ঞপ্তি মতে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের আত্মসমর্পণ আবেদন দাখিল ও শুনানি সংক্রান্ত প্র্যাকটিস নির্দেশনার পরিপূরক হিসেবে গন্য হবে।

৭। এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তি নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত
১১/০৭/২০২০
(মোঃ আলী আকবর)
রেজিস্ট্রার জেনারেল।
ফোনঃ ৯৫৬২৭৮৫
ই-মেইল rg@supremecourt.gov.bd

তারিখঃ ২৭ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নং- ৩১৩৬ জে,

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,.............................। (সকল)
৩। মহানগর দায়রা জজ,............................। (সকল)
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ (জেলা জজ), বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত,.........................। (সকল)
৫। বিশেষ জজ (জেলা জজ), বিশেষ জজ আদালত,.........................। (সকল)
৬। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ...। (সকল)
৭। বিচারক (জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,..............................। (সকল)
৮। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,............................। (সকল)
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,.......................................। (সকল)
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত,...................................। (সকল)
১৩। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা।
১৪। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্, এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,............................। (সকল)
১৫। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
১৬। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য়, কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ...। (সকল)
১৯। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
২০। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২১। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২২। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২৩। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৪। রেজিস্ট্রার, আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৫। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল .... (সকল)।
২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯। মহা-পরিদর্শক (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১। যুগ্ম-সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ড), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭। আইন কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয় (আইন শাখা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩৯। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪০। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৪১। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,............................ ।(সকল) (অধীনস্থ সকল ম্যাজিস্ট্রেটকে অবগত করানোর জন্য বলা হলো।
৪২। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,.............................। (সকল) (অধীনস্থ সকল ম্যাজিস্ট্রেটকে অবগত করানোর জন্য বলা হলো।
৪৩। গবেষণা ও তথ্য কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ, ঢাকা (সংরক্ষণের জন্য)।
৪৪। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৫। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৪৬। মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ ঢাকা।
৪৭। রেজিস্ট্রার জেনারেলের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৮। সিস্টেম এনালিস্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের

Scanned with CamScanner

অনুরোধসহ)।

৪৯। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ ওসমান হায়দার)
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার)

Scanned with CamScanner